

৫০



Activists of Bangladesh Paribesh Andolon organised a rally at the Balda Garden protesting the building of high rise structures around the century-old garden. -Independent photo

High-rise buildings threaten city's Balda Garden

Citizens demand immediate removal of structures choking the century-old green spot

by Staff Reporter

The century-old Balda Garden at Wari in the old part of the city has been facing a threat of extinction due to construction of high-rise buildings around the botanical garden that attracts hundreds of nature-lovers and researchers-students of botany as well daily.

A 14-storey high-rise named Haji Md Salahuddin Community Centre was constructed on the eastern part of the garden blocking the sunlight while some others were being constructed around the garden which environmentalists feared would pose a threat to the rare species of trees in the garden.

Late Narendra Narayan Roy Chowdhury, a noted nature-lover, botanist, writer and a Jamindar (landlord) of Balda in Mymensingh district, set up the garden on 3.38 acres of land in 1909 collecting some 800 species of trees, herbs, plants, orchids and hedges from various parts of the world. With the passing of time, the number of trees, orchids, herbs and plants rose up to 18000 in the

two wings of the Garden named by its founder as 'Psyche' and 'Cybele'.

Noble laureate Poet Rabin-dranath Tagore composed his 'Camelia' poem sitting in one of the tastefully decorated cottages of the 'Cybele', one of the two wings (components) of the Balda Garden, as the poet was impressed by the beauty and serenity of the Camelia section in the garden.

After the death of the Jamindar, the Department of Forests took charge of the botanical garden in 1962 and turned it into a satellite project for the tourists, plant-lovers and researchers-students of botany.

Meanwhile, a few hundred environmental activists formed a human-chain in front of the Balda Garden for about 90-minutes from 10 in the morning yesterday demanding a clean and pollution-free city environment.

Bangladesh Environment Movement (BEM), a coalition of different Non-government organi-

sation working for the cause of environment, organised the demonstration pressing for realisation of their various demands including saving the lungs of the capital by imposing a ban on construction of high-rise buildings around the century-old garden of rare trees, plants, orchids, herbs, hedges and bushes.

During the demonstration, a street drama 'Kadam Alir Swapna' (the dreams of Kadam Ali) on the Balda Garden was staged in front of the gate of the garden at Hare street while a procession also was brought out from inside the garden that paraded the streets around the garden. The marchers chanted various slogans including 'Save Balda Garden, the heritage of Dhaka'.

Activists of the Earth Theatre, the Prattasya Club, the Sundar Jiban Club, the Grameen Trust, the Spandan Social and Cultural Organisation and the Eco-village took part in the demonstration.

Speakers at a brief rally alleged

4 The Independent

Balda Garden

From Page 1 Col 7

that the developers were damaging the serene and scenic beauty of the century old Balda Garden by constructing high-rise buildings with out bothering that lush green trees could hardly survive without sunlight.

They also demanded of the authorities concerned to impose a ban on building high-rises around the garden.

Among others, Gano Forum leader Pankaj Bhattacharjee, Sammilito Samajik Andolon leader Ajoy Roy, the BEM leaders including Abu Naser Khan, Masud Hossain, Alauddin Montu, Mihir Biswas, Uttam Kumar Debnath, Hakim and Biplob also addressed the demonstrators.

See Page 4 Col 2



PHOTO: STAR

The Bangladesh Environment Movement brought out a procession in the city yesterday demanding an end to construction of skyscrapers around Baladha Garden.

'Stop building high-rises surrounding Baladha Garden'

DU CORRESPONDENT

Thirteen organisations led by Bangladesh Environment Movement brought out a joint procession and held a rally in the city yesterday demanding that the construction of skyscrapers surrounding the Baladha Garden be stopped.

Addressing the rally near the garden at about 11 a.m., speakers asked the Rajuk to put an end to the construction of high-rises surrounding the garden, which has been billed as the 'lung of old city'.

Expressing grave concern over the initiative to build high-rise buildings in the area, the speakers said such constructions would destroy the greenery of the rare garden and threaten the breathing space for city dwellers.

They said, "We should save the Baladha Garden along with all other gardens in the city to save the next generation from environmen

SEE PAGE 11 COL 3

Baladha Garden

FROM PAGE 1
tal disaster."

"The destruction of Baladha Garden is similar to killing the environment and killing of the environment amounts to killing a human being," they said.

Presided over by Abu Naser Khan, the rally was addressed by, among others, Ajay Roy of SSA, Pankaj Bhattyacharya of Gano Forum, former member of parliament Samsuddoha, MA Hakim, Mihir Biswas, Mohammad Masud Hossain, Alauddin Montu, Ashraf Khan, Biplab, Mohammad Helal, Sirajul Islam, Gaotree and Omar Faruq.

Earlier, the Earth Theatre staged a street drama on Baladha Garden at the same venue.

Sammilito Samajik Andolon (SSA), Gano Forum, Eco-Village Network, Eco, Earth Theatre, Juba Union, Efiard, Parosh, Spandon Social and Cultural Organisation, Prattasha Club, Sundar Jiban and Grameen Trust participated in the programme.

৬ মানবজমিন

দৈনিক

মানবজমিন

শনিবার • ৩০ জুন ২০০১



বলধা গার্ডেন রক্ষায় 'বাপা'র আন্দোলন

রাজধানীর বলধা গার্ডেন এলাকায় পরিবেশ বিপন্ন করে অট্টালিকা নির্মাণ বন্ধের দাবিতে গতকাল নাগরিক সমাবেশ ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)-এর উদ্যোগে আয়োজিত সমাবেশ ও র্যালিতে অংশগ্রহণ করে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন, গণফোরাম, ইকো ভিলেজ নেটওয়ার্ক, ইকো, আর্থ থিয়েটার, যুব ইউনিয়ন, এটিমস, পরশ, স্পন্দন সোসাল এড কালচারাল অর্গানাইজেশন, প্রত্যাশা ক্লাব, সুন্দর জীবন, গ্রামীণ ট্রাস্টসহ প্রভৃতি সংগঠনের ব্যানারে সজ্জিত র্যালিটি গার্ডেন-এর চারদিক প্রদক্ষিণ করে। র্যালি শেষে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। আবু নাসের খান এর সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন-এর অজয় রায়, গণফোরাম-এর পঞ্চজ ভট্টাচার্য, সাবেক সংসদ সদস্য সামসুদ্দোহা, নেদারল্যান্ডের নাগরিক মিঃ রেমি ক্যামগ্রাস, এম এ হাকিম, মিহির বিশ্বাস, মোঃ মাসুদ হোসেন, আল্লাউল্লিন নুই, আশরাফ খান বিপ্লব, মোঃ হেলাল, নিরাজুল ইসলাম, গায়ত্রী, ওমর ফারুক প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বলধা গার্ডেন রাজধানীর ফুসফুস। কিন্তু জমখ তা বেদখলের শিকার হচ্ছে এবং উদ্যানের আশপাশে বেশ কিছু আকাশচুম্বী অট্টালিকা গড়ে উঠছে যা উদ্যান এলাকায় আলো বাতাসের স্বাভাবিক উৎসের ক্ষতি করছে। এভাবে চলতে থাকলে ভবিষ্যতে জীব বৈচিত্র্যের আধার চাকার স্পন্দন এই উদ্যান ক্ষয় হয়ে যাবে। তাই বলধা গার্ডেন রক্ষায় এই এলাকায় অতি সত্বর আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরি বন্ধ করতে হবে এবং একই সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের তথা আমাদের সন্তানের নির্মল পরিবেশ গ্রহণের জন্যই বলধা গার্ডেনসহ চাকার সকল উদ্যানকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। বক্তারা জীব-বৈচিত্র্যের আধার চাকার স্পন্দন বলধা গার্ডেনসহ ঢাকা শহরের অন্য উদ্যানসমূহ রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং এই এলাকায় আকাশচুম্বী অট্টালিকা তৈরি বন্ধ করার জন্য রাজউকসহ সরকারের প্রতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়ার আহবান জানান। বিজ্ঞপ্তি।

পয়ঃশোধনাগারে মাছ চাষ বন্ধের দাবিতে পরিবেশ কর্মীদের ওয়াসা ঘেরাও

কাগজ প্রতিবেদক : বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) এক সমাবেশে গতকাল বিকালে বক্তারা বলেছেন, ঢাকা ওয়াসার পাগলা পয়ঃশোধনাগারে অবাধে মাছ চাষ জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই মাছ ঢাকা ও চট্টগ্রামে অবাধে বিক্রি করা হচ্ছে। এই মাছের মাধ্যমে মানুষের শরীরে মলা রোগ-জীবাণু ছড়িয়ে পড়ছে। তারা শিগগির বিমুক্ত বর্জ্য মাছ চাষ বন্ধ এবং এর সঙ্গে জড়িতদের কঠোর শাস্তি প্রদানের দাবি জানান।

পাগলায় পয়ঃশোধনাগারে বিমুক্ত মাছ চাষ উৎপাদন বন্ধের দাবিতে বাপা ঢাকা ওয়াসা ভবনের সামনে এই সমাবেশের আয়োজন করে।

আবুল কাসেম পলাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে প্রশিকা, দি হাজার প্রজেক্ট, নারী প্রগতি সংঘ, এফিয়ার্ট বিশ্ব শান্তি সংঘ, সুন্দর জীবন, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ এবং কাপসহ বিভিন্ন এনজিও কর্মকর্তারা বক্তব্য রাখেন।

তারা বলেন, পাগলা পয়ঃশোধনাগারের মাছ বিমুক্ত এটা সবার জানা। এখানে উৎপাদিত মাছে মাত্রাতিরিক্ত ক্যালসিয়াম, ইকোলাই অ্যালুমিনিয়াম, দস্তা, ক্যালসিয়াম, পারদ প্রভৃতি পদার্থ আছে বলে এক গবেষণায় জানা গেছে।

এ অবস্থায় ওয়াসা কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেন যে, ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কীটনাশক দিয়ে পাগলার সমস্ত মাছ নিধন করা হবে। সেখানে আর মাছ চাষ করা হবে না। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখনো তা বাস্তবায়ন করেনি। তারা শিগগির পয়ঃশোধনাগারে মাছ চাষ বন্ধ করার আহ্বান জানান।

বক্তারা আরো বলেন, বিমুক্ত বর্জ্য মাছ চাষ করে তা বাজারজাত করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। অথচ ঢাকা ওয়াসা তা করেই যাচ্ছে। সম্ভ্রতি ওয়াসা তাদের শ্যামপুরের জলাশয়টি ওয়াসার কর্মচারী কল্যাণ সমিতিতে লিজ দিয়েছে। কর্মচারী সমিতি ওয়াসার কোনো জলাশয় কিভাবে লিজ নিতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়। নেতৃত্বদ সব বিমুক্ত বর্জ্য মাছ চাষ শিগগির বন্ধ করার দাবি জানান।

বাপার সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের খান, এডভোকেট আবুল কালাম আজাদ, ড. সামসুদ্দিন, ফেরদৌসী সুলতানা, আকতারী আসাদ স্বপ্না, আবু মোকাররম বন্দুক প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।



বিমুক্ত বর্জ্য মাছ চাষ বন্ধের দাবিতে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন গতকাল ঢাকা ওয়াসা ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে
 —জে.এ.এ. কাগজ

লেগুনে মাছ চাষ বন্ধের দাবিতে ওয়াসা ভবনের সামনে বাপার সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) গতকাল বুধবার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজার ওয়াসা ভবনের সামনে সমাবেশ করে অবিলম্বে শ্যামপুরে ওয়াসার লেগুনে মাছ চাষ বন্ধের দাবি জানিয়েছে। বেশ কয়েকটি পরিবেশবাদী সংগঠন বাপার আন্দোলনের সঙ্গে একাঙ্কতা প্রকাশ করে সমাবেশে অংশ নেয়।

গতকাল বিকেল অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে বক্তৃতা করেন বাপার সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের খান, চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. শামসুদ্দিন, বিশ্ব শান্তি সংঘের আডভোকেট আবুল কালাম আজাদ, প্রশিকার ব্যারিস্টার আবুল কাশেম পলাশ, কাপের আবু রায়হান আল-বিরুনী, দি হাসার প্রজেক্টের এজিএম আলমগীর, এফিডিবি আবু মোকাররম প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা অবিলম্বে ওয়াসার লেগুনে বিঘাজ মাছ চাষ উৎপাদন বন্ধ এবং জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এই মাছ যারা বিক্রি করছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

সমাবেশে বাপার সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের খান অভিযোগ করেন, লেগুনে মাছ চাষ বন্ধে সরকার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিলেও এখনো তা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ওয়াসা কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ায় বিঘাজ মাছ প্রতিদিন বাজারে বিক্রি হচ্ছে। তিনি বলেন, জনস্বাস্থ্যের জন্য এই মাছ খুবই ক্ষতিকারক। বারবার সভা-সমাবেশ করে অবহিত করার পরও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ উদাসীন।



পাণ্ডলারে মাছ চাষ বন্ধের দাবিতে গতকাল ওয়াসা ভবনের সামনে বাগার বিক্ষোভ —প্রথম আলো

ওয়াসার লেগুনে বিষাক্ত মাছ চাষ ও বিক্রি বন্ধে বাগার বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদক

আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে পাণ্ডলার পয়ঃশোধনাগারের বিষাক্ত পানিতে মাছ চাষ ও বাজারজাতকরণ বন্ধে সন্তোষজনক কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে ঢাকা ওয়াসার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। বিষাক্ত মাছ খেয়ে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতিপূরণের জন্য

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বিষাক্ত মাছ চাষ বন্ধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এই আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া আগামী ২০ মার্চ বুধবার সমাবেশের মাধ্যমে কঠোর আন্দোলনের কর্মসূচি

মাছ চাষ ও বিক্রির বিরুদ্ধে সচিব প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এর পর ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক খন্দকার আজহারুল হক পরিবেশবাদী একাধিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে লেগুন এলাকা পরিদর্শন করেন। সে সময় তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন পরিবেশসম্মত কীটনাশক প্রয়োগ করে ২০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে বিষাক্ত মাছ মেরে ফেলা হবে। কিন্তু সে আশ্বাস বাতবায়ন না করে ওয়াসা পরিচালনা পর্যদ ৭০ একর আয়তনের লেগুন সেচের নামে সময়ক্ষেপণ করছে এবং অবৈধ মাছ চাষকারীদের আরো সুযোগ দেওয়ার পায়তারা করছে।

বজ্রারা বলেন, প্রয়োজনে পরিবেশবাদী সংগঠনগুলো ঘরে ঘরে নিয়ে বিষাক্ত পানিতে মাছ চাষের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করবে এবং তাদের নিয়ে দুর্বল আন্দোলনের মাধ্যমে এই মাছ চাষ ও বিক্রি বন্ধে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করবে।

বাগার সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন কোয়ালিশন ফর দি আরবান পুওরের (কাপ) আবু রায়হান আল বিরুনী, এডাব ঢাকা চ্যাপ্টার সভাপতি আনভোকেট আবুল কালাম পলাশ, নারী প্রগতি সংঘের ফেরদৌসী সুলতানা, বুদ্ধিগঙ্গা বাচাও আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক মিহির বিশ্বাস, হ্যাঙ্গার ফ্রি ওয়ার্ল্ডের আঞ্জমান আক্তার, কোলাবরেট বাংলাদেশের ফরহাদ হোসেন,

অ্যাফিয়ার্ভের আবু মোকাম্ম হান্নান, অমিত রঞ্জন দে, মোঃ মাসুদ হোসেন, বিধান চন্দ্র পাল প্রমুখ। সমাবেশ ও মিছিলে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ, সেবা, সিইএসডি, হ্যাঙ্গার প্রজেক্ট, ওয়ার্ড পিস অর্গানাইজেশন, বিএটিএ, ইকো, আইনিডিসহ পরিবেশবাদী আরো কিছু সংগঠন অংশ নেয়।



ঐতিহ্যবাহী বলধা গার্ডেনের পাশে বৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণের প্রতিবাদে গতকাল সকালে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন বলধা গার্ডেন এলাকায় বিকোড মিছিল বের করে
ছবি : আজকের কাগজ

অস্ট্রোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে বহুতল অট্টালিকা আক্রান্ত বলধা গার্ডেন: সঙ্কুচিত হয়ে আসছে আলো-বাতাস-পানি

কাগজ প্রতিবেদক : উদ্ভিদ বৈচিত্রের আধার বলধা গার্ডেনকে তিন দিক থেকে ঘিরে ধরেছে বহুতল ভবন। পূর্ব দিকে ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে ১৪ তলা বিশিষ্ট সালাহউদ্দিন ভবন। দক্ষিণ প্রান্তে গার্ডেনের সাইকি অংশের দেয়াল ঘেঁষে নির্মিত হচ্ছে ১৪ তলা বিশিষ্ট আরেকটি হাউজিং এ্যাপার্টমেন্ট। পশ্চিম পাশে তিন-চারতলা সুরমা ভবন গড়ে উঠেছে বেশ আগেই। বাগানের উত্তরপাশের রাস্তার ওপারের ভবনগুলো এ গণনায় আপাতত বাদ দেয়া গেলেও ভবিষ্যতে হয়ে উঠবে পীড়াদায়ক। এক কথায় গার্ডেনটিকে অস্ট্রোপাসের মতো ঘিরে ধরেছে আবাসন ও বিপন্নন বিতানের জন্যে নির্মিত বহুতল অট্টালিকা।

পূর্বনো ঢাকার বলধা গার্ডেনের এই অবস্থায় দৃষ্টিভঙ্গ্য পড়েছে পরিবেশ সচেতন নাগরিকরা; হাজারো প্রজাতির গাছ-গাছালি নিয়ে প্রতিষ্ঠিত নগরীয় ঐতিহ্যবাহী গার্ডেনটি এখন 'নগর সভ্যতা'র চাপে খায়

ক্ষয়সের ধারে। দিনে দিনে গড়ে ওঠা চারদিক পরিবেষ্টিত দালানগুলো নিঃশেষ করে দিচ্ছে বাগানের দুর্লভ প্রজাতির গাছগুলোকে। আলো, বাতাস, পানি-জীবনের জন্যে অপরিহার্য এই তিন উপাদান কেড়ে নিচ্ছে। সংকুচিত আলো-বাতাসে ক্রমশ আলোহীন হয়ে উঠছে বলধা গার্ডেনের ডেতর। পরিবেশ বিজ্ঞানীদের আশংকা, বাগানের চাবপাশে যেভাবে বহুতল ভবন নির্মাণ হচ্ছে- তাতে অল্প কদিনেই বাগানের গাছগুলো পানি সমস্যায় পড়বে। আলো-বাতাসের অভাবে বাগানের গাছ-গাছালি বিবর্ণ হয়ে কিম্বিয়ে যাবে।

১৮৪১ সালে জমিদার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরীর শখ করে গড়ে তুলেছিলেন বাগানটি। সেই সময়ের নিম্নবঙ্গ নগরীর অন্যতম ছায়ানীড় স্থান ছিলো এই গার্ডেন। দুর্লভ, দৃশ্যপ্রাপ্য ১৮ হাজার উদ্ভিদ বৈচিত্রের এক অপূর্ব সমাছার। পরনো ঢাকার ফুসফুস খ্যাত বাগানটি রক্ষার জন্যে পরিবেশ সচেতন নাগরিকরা আবেদন

জানিয়েছে সরকারের কাছে। বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন-এর আয়োজনে গতকাল বলধা গার্ডেনের সামনে বাগানটি রক্ষার দাবিতে সমবেত হয় বেশ ক'টি পরিবেশ সচেতন সংগঠন। গতকাল সকালে বাগানের সামনে অনুষ্ঠিত হয় নাটিকা ও আলোচনা সভা। আলোচনার অংশ লেন, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের অজয় রায়, গণফোরামের পঙ্কজ চট্টোচার্য, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের নাছের খান, পরিবেশ বিজ্ঞানী দ্বিজেন শর্মা, বুদ্ধিগঙ্গা বাঁচাও আন্দোলনের মিহির হোসেন, ইকোভিলেজ নেটওয়ার্কের মাসুদ, প্রত্যাশার হেলাল আহমেদ, স্পন্দনের বিপ্লব মাহমুদ আলম, এ্যাফেয়ার্ডের আলাউদ্দিন মন্ডল, সুন্দর জীবনের সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ। বলধা গার্ডেনের অন্তত ১শ' গজের মধ্যে বাতে কোনো হাইরাইজ বিল্ডিং নির্মাণ না হয় সে ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার জন্যে সরকারের কাছে দাবি জানান।

১২ | সোমবার কাগজ



পাখি নিধন বন্ধের আহ্বান জানিয়ে নগরীর কাটাবন পল্লী-পাখি মার্কেটের সামনে গতকাল বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের বিক্ষোভ মিছিল — ভোরের কাগজ

ঢাকা সোমবার ৭ জানুয়ারি ২০০২

সোমবার কাগজ

বন্য পাখি পালন ও বিপণন বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি ময়না মুনিয়া টিয়া নয়, কেনারী লাভবার্ডের মতো পোষা পাখি পালন ও বিপণনে এগিয়ে আসুন

কাগজ প্রতিবেদক : ময়না, মুনিয়া, টিয়া, ইত্যাদি বন্য পাখি বাংলাদেশ থেকে আজ বিলুপ্তির পথে এসব পাখি খাচায় পালননা করে খাচায় বংশ বিস্তার করে এমন পাখি পালন করা উচিত। বন্য পাখি পালন ও বিপণন বন্ধের দাবিতে আয়োজিত সমাবেশ বজারা এ কথা বলেন।

গতকাল সোমবার বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের (বাপা) পাখি বাচাও প্রোগ্রামের উদ্যোগে কাটাবন মসজিদের পাশে বন্যপাখি পালন ও বিপণন বন্ধের দাবিতে এক নাগরিক সমাবেশও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। ইনাম আল হকের সভাপতিত্বে এ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পরিবেশ আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক আবু নাসের খান, কাপের সমন্বয়কারী আবু রায়হান আল বেরুন্দী, এম এ হাকিম, মহিদুল হক খান, সোলাম কিবরিয়া, মোঃ মাসুদ হোসেন প্রমুখ।

সভাপতির বক্তব্যে ইনাম আল হক বলেন, কাটাবনে পোষাপাখি বেচাকেনার একটি চমৎকার কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। পোষা পাখি পালন ও বিপণন সম্পূর্ণ বৈধ ও জনপ্রিয় কিন্তু বন্য পাখি পালন ও বিপণন করা সম্পূর্ণ অবৈধ ও ক্ষতিকারক। বন্য পাখি ধরে খাচায় বন্ধ করে জেতার কাছে বিক্রি করা বন্ধ করলে কাটাবনের বিপণন বৈধ এবং পরিবেশ সমৃদ্ধ হতে পারে। জেতা ও বিক্রেক্তা উভয়কে পোষা পাখি ও বন্য পাখির পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং বন্য পাখি বিপণন এড়িয়ে চলতে হবে। বন্য পাখি বেচাকেনা আশঙ্কাজনক কারণ বন্য পাখি বেচাকেনাকরলে অচিরেই তারা প্রকৃতি থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে আমাদের দেশের ময়না ও মুনিয়া পাখিদের কথা।

তিনি আরো বলেন, বন থেকে ধরে ময়না ও মুনিয়ার বাচ্চা

বিক্রি করার ফলে গত ৩০ বছরে এই পাখিগুলো আমাদের দেশ থেকে প্রায় উজাড় হয়ে গেছে। এদের বেচাকেনার জন্য এখন কাটাবনের ব্যবসায়ীদেরকে ভারতীয় চোরাচালানকারীদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। এতেই প্রমাণ হয় যে, আমরা বন্য পাখি বেচাকেনা করলে সেটা বেশিদিন বজায় রাখা যায় না। কিন্তু যে সব পাখি খাচাতেই জন্ম নিচ্ছে তাদের বেচাকেনা, পোষা ইত্যাদি অনির্দিষ্টকাল ধরে চলতে পারে, যেমন : কেনারী, ককটেল, রাজরিকার, পিনচ, লাভবার্ড এইসব পাখি বিপণন হাজার বছর ধরে চলে আসছে। দেশে এসব পাখির প্রজননকারীও রয়েছে। তাই জেতা ও বিক্রেক্তা উভয়েই আমরা অনুরোধ জালাচ্ছি যে, ময়না, মুনিয়া, টিয়া ইত্যাদি বন্য পাখি খাচায় বন্ধ করে না রেখে জাতীয়ভাবে খাচায় প্রজনন করা পোষা পাখি (কেনারী, রাজরিকার ইত্যাদি) পালন ও বিপণন করেন।

আবু নাসের খান বলেন, বন্য পাখি যেন ধরে খাচায় বন্ধ করে বিক্রি না হয়। এ জন্য আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। বন্য পাখি বিলুপ্ত হলে আমাদের জীব-বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাবে এবং একই সঙ্গে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হবে। তিনি আরো বলেন, কোথায় বন্য পাখি সিক্রি করা হলে এ ব্যাপারে যদি আমাদের অবহিত করা হয় তাহলে আমরা ঐ এলাকায় বন্য পাখি বিক্রি বন্ধের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবো।

সমাবেশে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ওয়ার্ক ফর বেটার বাংলাদেশ, সীড, ইকো, আই ই ডি এফিয়ার্ড, কাপ, প্রডায়, কোলাবরেট বাংলাদেশ ইকো ভিলেজ নেটওয়ার্ক, জাতীয় অধুমপায়ী ফোরাম ডি. এইচ এস এস সহ বিভিন্ন সংগঠনের কর্মীবৃন্দ ও পাখি প্রেমিকগণ অংশ গ্রহণ করেন।



ঐতিহ্যবাহী বলধা গার্ডেনের পাশে সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ বন্ধের দাবিতে র্যালি - প্রথম আলো

বাণার সমাবেশ র্যালি বলধা গার্ডেন বাঁচাতে সবাইকে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদক

বলধা গার্ডেন ঢাকার ফসফুসের মতো। নিজেদের স্বার্থেই এ ঐতিহ্যবাহী উদ্যানের জীব বৈচিত্র্য ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য রক্ষায় সবাইকে সোচ্চার হতে হবে। বলধা গার্ডেনের পাশে আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণ বন্ধের দাবিতে গতকাল শুক্রবার সকালে গার্ডেনের সামনে আয়োজিত এক সমাবেশে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) নেতৃবৃন্দ এ আহ্বান জানিয়েছেন। নেতৃবৃন্দ ঢাকার যেখানে সেখানে আকাশচুম্বী অট্টালিকা নির্মাণের নকশা অনুমোদন না করার জন্য রাজস্বিকের প্রতি দাবি জানান।

সমাবেশের আগে একটি র্যালি বলধা গার্ডেন পরিদর্শন করে এবং মানববন্ধন বাচলা করে। এছাড়া স্বপ্ন খিয়েটার গার্ডেনের ভেতরেই পথ নাস্তি কদম আলীর স্বপ্ন প্রদর্শন করে। মানববন্ধন ও এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ১

বলধা গার্ডেন বাঁচাতে

শেষ পৃষ্ঠার পর

র্যালিতে অংশ নেয় অ্যাক্টিভার্ড প্রত্যাশা, ইলো, ইকো ডিভেলপমেন্ট ইনস্টিটিউট, স্পন্দন প্রভৃতি সংগঠন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বলধা গার্ডেনের পূর্ব পাশে খ্রিস্টান কবরস্থানের কিছু জায়গা দখল করে ২২ তলা বহুতল ভবন নির্মিত হচ্ছে, যার ১৪ তলার নির্মাণ কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে। 'সালাউদ্দিন ভবন' নামের এই ভবনটির তিন তলায় মসজিদ, দোতলার কমিউনিটি সেন্টার এবং অন্য ফ্লোরগুলোতে মার্কেট ও আনাসিক ফুটপ্যাথ তৈরি করা হয়েছে। এই ভবনের কারণে বলধা গার্ডেনে ঠিকমতো রোদ পড়ে না, যা গাছের জন্য খুব ক্ষতিকর। এছাড়া ভবনের ওপর থেকে আবর্জনা, ইট-পাথর ফেলে বাগানের ক্ষতি করা হচ্ছে।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের অজয় রায়, গণফোরাম নেতা পংকজ ভট্টাচার্য, সাবেক সাংসদ সামসুদ্দোহা, এম এ হাকিম, আলাউদ্দিন মন্টু, মোঃ মাসুদ হোসেন, মাহির বিশ্বাস, আশরাফ হোসেন খান বিপ্লব, গায়ত্রী প্রমুখ। পরিবেশ আন্দোলনের সমন্বয়ক ড. নাসের খান সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন।

১৬ দৈনিক ইত্তেফাক

Saturday, 30 June, 2001

বলধা গার্ডেন এলাকায়
বহুতল ভবন নির্মাণ বন্ধের
দাবীতে নাগরিক সমাবেশ

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ বলধা গার্ডেন এলাকায়
আকাশচুম্বি অট্টালিকা তৈরী বন্ধ করার দাবীতে
গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলনের
উদ্যোগে এক নাগরিক সমাবেশ ও শোভাযাত্রা
অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ ও শোভাযাত্রার পূর্বে আট
খিয়েটার আয়োজিত বলধা গার্ডেন বিষয়ক একটি
পতনট্যা অনুষ্ঠিত হয়।

১০ দৈনিক ইত্তেফাক

Sunday, 1 July, 2001

এ্যাপিয়ার্ড

গত ২৬শে জুন ছিল "আন্ত-
র্জাতিক মাদক বিরোধী দিবস
২০০১।" দিবসটির এইবারের প্রতি-
পাদ্য বিষয় ছিল "DON'T MA-
KE THEM ADRUG GENE-
RATION" আপনার নিষ্পাপ সন্তা-
নকে নেশা থেকে বাঁচান, দিবসটি
উৎসাপন উপলক্ষে এ্যাক্টিয়ার্ড'র
উষা ও মাদকসহ বা নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
(স্ববরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) যৌথভাবে আয়ো-
জিত র্যালিটি শিও পার্ক অফিস
হইতে শুরু হইয়া ওসমানী উদ্যান
প্রাক্ষেপে আসিয়া শেষ হয়।

উষা